সিডনীর পাঁচালী - ৬

কমিউনিটির খুচরা সংবাদ

আইরিন খান নীরবে চলে গেলেন

বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা এ্যম্‌নিষ্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারী জেনারেল আইরিন খান সম্প্রতি নীরবে সিডনী ঘুরে গেলেন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, এশিয়া মহাদেশের প্রথম নারী ও প্রথম মুসলিম নারী আইরিন খান কিছুদিন আগে অষ্ট্রেলিয়ার অত্যন্ত একটি সম্মানিত পুরষ্কার 'সিডনী পীস প্রাইজ' গ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনি আসবেন, পুরষ্কার গ্রহণ করবেন, এ সংবাদ কয়েকটি ওয়েবসাইট ও অষ্ট্রেলিয়ান সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুশিক্ষিত (ইংরেজী পাঠ সক্ষম) বাংলাদেশীরা জানতে পেরেছিলেন। তবু তাঁকে সম্বর্ধনা বা শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে যত্রতত্র গজে উঠা সিডনীর প্রায় দেড় ডজন বাংলাদেশী সংগঠনের কেউ তোয়াক্কা করলেন না। আইরিন কে, কি এবং তাঁর পরিচিতির পরিধি ও মাহাত্ম কতটুকু তা বোঝার সামর্থ হয়তবা এসকল সংগঠনের তথাকথিত নেতাদের কারো নেই। এরকম একজন বাংলাদেশী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব শব্দহীন কদমে সিডনী ছেড়ে যাবেন ভাবতেও অবাক লাগে। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, তাঁর সাথে দেখা করা অথবা তার পুরষ্কার গ্রহণ সময় তেমন কোন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব 'সিডনী পীস প্রাইজ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। অথচ বাংলাদেশ থেকে কোন রাজনৈতীক দলের নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা, ষন্ডা অথবা মাস্তান সিডনীতে বেড়াতে আসবে শুনলে দুমাস আগ থেকেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে কান ফাটানো হয় কমিউনিটিতে। সিডনী বিমান বন্দরে অবতরন পর ঐ রাজনৈতীক নেতার ঢিল হয়ে যাওয়া জুতার ফীতা কষে দেয়া অথবা নিজের খস্‌খসে জিহ্বা দিয়ে চেটে নেতার জুতার সোল পরিষ্কার করতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন। কেউ কেউ তার সহধর্মিনীর চেহারায় ডিস্টেম্পার মেখে এবং ঢেকীর মত পুরু ঠোঁঠে 'ঠোঁঠ রঞ্জনী' লাগিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সস্ত্রীক বিমানবন্দরে ছুটে যান এবং আগত মাস্তান-অতিথির দৃষ্টি আকর্ষনে করুনা ভিক্ষা করে থাকেন। দাঁতে আঙুল কেটে সলাজে মুখ ফসকে কেউ কেউ আগত নেতাকে তুষ্ট করতে বলে ফেলেন, 'আপনি আমার ভাই, আমার মা আপনার মা, আপনার বাবা আমার বাবা, আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রী, কোন কিছুতে লাজ করবেন না জাঁহাপনা'। পরদিন ভোরে সকালে রুজি রোজগারের সকল কাজ ছেড়ে কার আগে কে ঐ নেতার হোটেল বা ঢেরায় গিয়ে হাজির হবে, কে নেতাকে কিংস ক্রস এর বিশেষ এলাকায় নিয়ে যাবে, সুন্দরী ব্লন্ড দেখাবে অথবা হা করে চীৎ হয়ে পড়ে থাকা ক্যাসিনোর মেশীনগুলোর ফুটো দিয়ে কিভাবে পয়সা ঢুকানোর কায়দা শেখাবে সে বিষয়ে শুরু হয়ে যায় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা।

গত দুবছর আগে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ রাষ্ট্রিয় সফরে একবার অষ্ট্রেলিয়াতে ঘুরতে এলে বাংলাদেশী এক দম্পতি তাঁকে একবেলা নিজ বাড়ীতে 'হাত ধোয়ানো'র জন্যে কয়েকদিন দলবল নিয়ে সিডনীতে ছায়ার মত তার পেছনে ঘুরঘুর করেছিলেন। আতিথিয়তার বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ মন্ত্রী তাঁকে পরদিন তার স্ত্রীর হাতের রান্না খাদ্য একটি টিফিন ক্যারিয়ারে করে তার হোটেলে নিয়ে আসতে বললেন। সেই টিফিন ক্যারিয়ার সহ হতভাগা দম্পতি জোড়হাতে টানা ৪৮ ঘন্টা মন্ত্রীর পেছনে পেছনে সারা সিডনী ঘুরেছিলেন। মন্ত্রীকে এখানে ওখানে ড্রাইভারের মত বয়ে নিয়ে যাওয়া, চাকরের মত একে ওকে ডেকে আনা সহ সকল 'লজিষ্টিক' সার্ভিস দিলেও তার টিফিন ক্যারিয়ারের কোন হিল্লে হয়নি। শেষপর্যন্ত সিডনী বিমান বন্দরে বিদায় দিতে গিয়ে হাতে বহন করা এ্যাটাচির সাথে সাথে মন্ত্রী মহোদয়কে করজোড়ে টিফিন ক্যারিয়ারটিও এগিয়ে দিতে গেলে তার চক্ষু চড়ক। দেশে বহু 'গোলাম' দেখেছেন মন্ত্রী তবে এমন বাধ্যগত গোলাম তিনি কখনো দেখেননি বলে তার অভিব্যক্তিতে তা স্পষ্ঠ প্রতিয়মান হলো। প্লেনে তার স্ত্রীর হাতের রান্না করা খাওয়াটি খেয়ে তাকে ধন্য করার জন্যে উক্ত নেতা বিদায়ী আবেগের সংমিশ্রনে আহাজারী করে কেঁদে উঠেন। অনন্যপায়

মওদুদ আহমেদ তার টিফিন ক্যারিয়ারটি গ্রহণ করলেও সন্তর্পনে আরেকজন প্রবাসী দেশপ্রেমী নেতাকে সেটা বিমান বন্দরে ধরিয়ে দিয়ে যান। 'দুর্ভাগা জাতির সর্বনেশে এ সকল সন্তানদের কাছ থেকে বিশ্ব আর কি আশা করতে পারে' দীর্ঘশ্বাস ফেলে একজন প্রবীণ প্রবাসী বুদ্ধিজীবি সেদিন কর্ণফুলী প্রতিনীধির কাছে এই উক্তিটি করলেন।

অমিয়া মতিনের গানের নুতন সিডি প্রকাশনা

আগামী ৯ ডিসেম্বর শনিবার সাঁঝে সিডনীর নারী কণ্ঠশিল্পী অমিয়া মতিনের গানের সিডি প্রকাশনা উৎসব উদযাপন হতে যাচ্ছে। সকল শুভাকাঙ্খী ও সঙ্গীতপ্রেমী বাংলাদেশীদেরকে উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্যে শিল্পী নিজে এবং তাঁর স্বামী আবদুল মতিন আকুলভাবে অনুরোধ করছেন।

বেঙ্গালী এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সিডনীর আন্ত:পশ্চিম শহর ব্যাঙ্কসটাউনে কোলকাতাবাসীদের গঠিত সংগঠন বেঙ্গালী এসোসিয়েশন অব এন এস ডব্লিউ এর উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদযাপন হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে থাকবে বিখ্যাত হিন্দী ও বাংলা গান এবং শেষভাগে থাকবে শ্রী মনোজ মিত্রের পরিচালিত একটি কৌতুক নাটক 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার'। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতীক সীমাবদ্ধনহীন উদারমনা সকল বাংলা সংস্কৃতিপ্রেমীদের সাদর আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।

দিন: শনিবার
তারিখ: ২৫শে নভেম্বর,২০০৬
সময়: বরাবর সন্ধ্যা - ৬.৩০টা
স্থান: ব্যঙ্কসটাউন থিয়েটার হল, 66-72 Rickard St, Bankstown